

📖 সিয়াম বিষয়ক নির্বাচিত ফাতওয়া

বিভাগ/অধ্যায়ঃ রমযান মাসের বৈশিষ্ট্যসমূহ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলাম কিউ এ (Islamqa.com)

রমযান কি?

ফাতওয়া নং - 13480

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

রমযান...এটি 'আরাবী' বার মাসগুলোর একটি, আর এটি দ্বীন ইসলামে একটি সম্মানিত মাস। এটি অন্যান্য মাস থেকে বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ও ফযিলতসমূহ-এর কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন :

১. আল্লাহ তা'আলা সাওমকে (রোযাকে) ইসলামের আরকানের মধ্যে চতুর্থ রুকন হিসেবে স্থান দিয়েছেন, যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْقُرْآنِ ۗ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ ﴾ [البقرة: ١٨٥]

“রমযান মাস যে মাসে আল-কুরআন নাযিল করা হয়েছে, মানুষের জন্য হিদায়াতের উৎস, হিদায়াত ও সত্য মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী সুস্পষ্ট নিদর্শন; সুতরাং তোমাদের মাঝে যে এই মাস পায় সে যেন সাওম পালন করে।” [সূরা আল-বাকারাহ: ১৮৫]

আর সহীহ বুখারী (৮) ও সহীহ মুসলিম (১৬)-এ ইবনু 'উমার এর হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت»

“ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত - (১) এই সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ (উপাস্য) নেই, এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল; (২) সালাত প্রতিষ্ঠা করা; (৩) যাকাত প্রদান করা; (৪) রমযান মাসে সাওম পালন করা এবং (৫) বাইতের (কা'বাহ-এর) উদ্দেশ্যে হাজ্জ করা”।

২. আল্লাহ তা'আলা এই মাসে আল-কুরআন নাযিল করেছেন, যেমনটি আল্লাহ তা'আলা পূর্বের আয়াতে উল্লেখ করেছেন:

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْقُرْآنِ ۗ ﴾ [البقرة: ١٨٥]

“রমযান মাস যে মাসে তিনি আল-কুরআন নাযিল করেছেন, তা মানবজাতির জন্য হিদায়াতের উৎস, হিদায়াত ও সত্য মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী সুস্পষ্ট নিদর্শন।” [আল-বাকারাহ : ১৮৫]

তিনি - সুবহানাহু ওয়া তা'আলা- আরও বলেছেন :

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ ۱ ﴾ [القدر: ১]

“নিশ্চয়ই আমি একে (আল-কুরআন) লাইলাতুল ক্বাদরে নাযিল করেছি।” [আল-ক্বাদর : ১]

৩. আল্লাহ এ মাসে লাইলাতুল ক্বাদর রেখেছেন যে মাস হাজার মাস থেকে উত্তম যেমনটি আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন :

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ ۱ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۚ ۲ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۚ ৩ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ۚ ৪ سَلَّمَ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ৫ ﴾ [القدر: ১, ২, ৩, ৪, ৫]

১. নিশ্চয়ই আমি একে লাইলাতুল ক্বাদরে (আল-কুরআন) নাযিল করেছি।

২. এবং আপনি কি জানেন লাইলাতুল ক্বাদর কি?

৩. লাইলাতুল ক্বাদর হাজার মাস অপেক্ষা অধিক উত্তম।

৪. এতে ফেরেশতাগণ এবং রুহ (জিবরীল-আলাইহিস সালাম-) তাঁদের রব্বের অনুমতিক্রমে অবতরণ করেন সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে।

৫. শান্তিময় (বা নিরাপত্তাপূর্ণ) সেই রাত, ফাজরের সূচনা পর্যন্ত।” [আল-ক্বাদর : ১-৫]

তিনি আরও বলেছেন :

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبْرَكَةٍ ۚ ১ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ৩ ﴾ [الدخان: ৩]

“নিশ্চয়ই আমি একে (আল-কুরআন) এক মুবারাক (বরকতময়) রাতে নাযিল করেছি, নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী।” [আদ-দুখান:৩]

আল্লাহ তা‘আলা রমযান মাসকে লাইলাতুল ক্বাদর দিয়ে সম্মানিত করেছেন, আর এই মুবারাক (বরকতময়) রাতে মর্যাদার বর্ণনায় সূরাতুল ক্বাদর নাযিল করেছেন।

আর এ ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে অনেক হাদীস। তন্মধ্যে:

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«أَتَاكُمْ رَمَضَانَ شَهْرٌ مُّبَارَكٌ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ , تَفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ , وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ , وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ , لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مِنْ حُرْمِ خَيْرِهَا فَقَدْ حُرِّمَ» رواه النسائي (2106) وأحمد (8769) صححه الألباني في صحيح الترغيب (999) .

“তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে রমযান, এক মুবারাক (বরকতময়) মাস। এ মাসে সিয়াম পালন করা আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের উপর ফরয করেছেন। এ মাসে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, এ মাসে জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়, এ মাসে অবাধ্য শয়তানদের শেকলবন্ধ করা হয়, আর এ মাসে রয়েছে আল্লাহর এক রাত যা হাজার মাস থেকে উত্তম, যে এ রাত থেকে বঞ্চিত হল, সে প্রকৃত পক্ষেই বঞ্চিত হল।”

[বর্ণনা করেছেন আন-নাসাঈ (২১০৬), আহমাদ (৮৭৬৯) এবং আল-আলবানী একে ‘সহীহত ত্বরগীব’ গ্রন্থে সহীহ হিসেবে বর্ণনা করেছেন (৯৯৯)]

আবু হুরাইরাহ-রাদিয়াল্লাহু আনহু- এর হাদীস থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» رواه البخاري (1910) ومسلم (760)

“যে ঈমান সহকারে এবং প্রতিদানের আশায় লাইলাতুল ক্বাদর (ক্বাদরের রাত্রিতে) ক্বিয়াম করবে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মার্ফ করে দেয়া হবে।” [এটি বর্ণনা করেছেন আল-বুখারী (১৯১০) ও মুসলিম (৭৬০)]

৪. আল্লাহ তা‘আলা এই মাসে ঈমান সহকারে এবং প্রতিদানের আশায় সিয়াম পালন ও ক্বিয়াম করাকে গুনাহ মার্ফের কারণ করেছেন, যেমনটি দুই সহীহ গ্রন্থ আল-বুখারী (২০১৪) ও মুসলিম (৭৬০) - এ বর্ণিত হয়েছে আবু হুরাইরাহ-রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীস থেকে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»

“যে রমযান মাসে ঈমান সহকারে ও সাওয়াবের আশায় সাওম পালন করবে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মার্ফ করে দেয়া হবে।”

অনুরূপভাবে বুখারী (২০০৮) ও মুসলিম (১৭৪)-এ তাঁর (আবু হুরাইরাহ-রাদিয়াল্লাহু আনহু-) থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন :

«من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»

“যে রমযান মাসে ঈমান সহকারে ও সাওয়াবের (প্রতিদানের) আশায় ক্বিয়াম করবে তার অতীতের গুনাহ মার্ফ করে দেয়া হবে।”

মুসলিমদের মাঝে রমযানের রাতে ক্বিয়াম করা সুন্নাহ হওয়ার ব্যাপারে ইজমা‘ (একমত) রয়েছে। ইমাম আন-নাওয়াউয়ী উল্লেখ করেছেন :

“রমযানে ক্বিয়াম করার অর্থ হল তারাউয়ীহের (তারাবীহের) সালাত আদায় করা অর্থাৎ তারাউয়ীহের (তারাবীহের) সালাত আদায়ের মাধ্যমে ক্বিয়াম করার উদ্দেশ্য সাধিত হয়।”

৫. আল্লাহ তা‘আলা এই মাসে জান্নাতসমূহের দরজাসমূহ খুলে দেন, এ মাসে জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেন এবং শাইত্বান (শয়তান)দের শেকলবদ্ধ করেন। যেমনটি প্রমাণিত হয়েছে দুই সহীহ গ্রন্থ আল-বুখারী (১৮৯৮) ও মুসলিম (১০৭৯)-এ আবু হুরাইরাহ এর হাদীস হতে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«إِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَتَحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ , وَغَلَقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ , وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ»

“যখন রমযান আবির্ভূত হয় তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং শয়তানদের শেকলবদ্ধ করা হয়।”

৬. এ মাসের প্রতি রাতে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে (তাঁর বান্দাদের) মুক্ত করেন। ইমাম আহমাদ (৫/২৫৬) আবু

উমামাহ -এর হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«لله عند كل فطر عتقاء»

“আল্লাহর রয়েছে প্রতি ফিত্বরে (ইফত্বারের সময় জাহান্নাম থেকে) মুক্তিপ্রাপ্ত বান্দারা।”

আল-মুনযিরী বলেছেন এর ইসনাদে কোনো সমস্যা নেই। আর আল-আলবানী এটিকে ‘সাহীহুত তারগীব’ (৯৮৭) - এ সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

অনুরূপ আল-বায়হার (কাশফ ৯৬২) আবু সাঈদের হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন :

«إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة _ يعني في رمضان _ وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة»

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার রয়েছে (রমযান মাসে) প্রতি দিনে ও রাতে (জাহান্নাম থেকে) মুক্তিপ্রাপ্ত বান্দাগণ আর নিশ্চয়ই একজন মুসলিমের রয়েছে প্রতি দিনে ও রাতে কবুল যোগ্য দোআ।”

৭. রমযান মাসে সাওম পালন করা পূর্ববর্তী রমযান থেকে কৃত গুনাহসমূহের কাফফারাহ লাভের কারণ যদি বড় গুনাহসমূহ (কাবীরাহ গুনাহসমূহ) থেকে বিরত থাকা হয়, যেমনটি প্রমাণিত হয়েছে ‘সহীহ মুসলিম (২৩৩)-এ যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«الصلوات الخمس , والجمعة إلى الجمعة , ورمضان إلى رمضان , مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر»

“পাঁচ ওয়াক্বতের পাঁচবার সালাত, এক জুমুআহ থেকে অপর জুমুআহ, এক রমযান থেকে অপর রমযান এর মাঝে কৃত গুনাহসমূহের কাফফারাহ করে যদি বড় গুনাহসমূহ (কাবীরাহ গুনাহ সমূহ) থেকে বিরত থাকা হয়।”

৮. এই মাসে সাওম পালন করা দশ মাসে সিয়াম পালন করার সমতুল্য যা ‘সহীহ মুসলিম’ (১১৬৪)-এ প্রমাণিত আবু আইযুব আল-আনসারীর হাদীস থেকে নির্দেশনা পাওয়া যায় যে তিনি বলেছেন :

«من صام رمضان , ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر»

“যে রমযান মাসে সিয়াম পালন করল, এর পর শাউওয়ালের ছয়দিন সাওম পালন করল, তবে তা সারা জীবন সাওম রাখার সমতুল্য।”

আর ইমাম আহমাদ (২১৯০৬) বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«من صام رمضان فشهراً بعشرة أشهر ، وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك تمام السنة»

“যে রমযান মাসে সাওম পালন করল, তা দশ মাসের (সাওম পালনের) সমতুল্য আর ‘ঈদুল ফিত্বরের পর (শাউওয়ালের মাসের) ছয় দিন সাওম পালন করা গোটা বছরের (সাওম পালনের) সমতুল্য।”[1]

৯. এই মাসে যে ইমামের সাথে, ইমাম সালাত শেষ করে চলে যাওয়া পর্যন্ত ক্বিয়াম করে, সে সারা রাত ক্বিয়াম করেছে বলে হিসাব করা হবে যা ইমাম আবু দাউদ (১৩৭০) ও অন্য সূত্রে আবু যার -রাদিয়াল্লাহু আনহু- এর হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন যে রাসূলুল্লাহ - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- বলেছেন :

«إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة»

“যে ইমাম চলে যাওয়া পর্যন্ত তাঁর (ইমামের) সাথে ক্বিয়াম করল, সে সারা রাত ক্বিয়াম করেছে বলে ধরে নেয়া হবে।”

আল-আলবানী ‘সালাতুত-তারাইয়ীহ’ বইতে (পৃঃ১৫) একে সহীহ বলে চিহ্নিত করেছেন।

১০. এই মাসে ‘উমরাহ করা হাজ্জ করার সমতুল্য। ইমাম বুখারী (১৭৮২) ও মুসলিম (১২৫৬) ইবন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের এক মহিলাকে প্রশ্ন করলেন:

«ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان, فحج أبو ولدها وابنها على ناضح, وترك لنا ناضحا ننضح عليه, قال: " فإذا جاء رمضان فاعتمري, فإن عمرة فيه تعدل حجة»

“কিসে আপনাকে আমাদের সাথে হাজ্জ করতে বাঁধা দিল?” তিনি (আনসারী মহিলা) বললেন: আমাদের শুধু পানি বহনকারী দুটি উটই ছিল। তাঁর স্বামী ও পুত্র একটি পানি বহনকারী উটে করে হাজ্জ গিয়েছেন। আর আমাদের পানি বহনের জন্য একটি পানি বহনকারী উট রেখে গেছেন।” তিনি (রাসূলুল্লাহ) বললেন: “তাহলে রমযান এলে আপনি ‘উমরাহ করেন কারণ, এ মাসে ‘উমরাহ করা হাজ্জ করার সমতুল্য।”

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে: “আমার সাথে হাজ্জ করার সমতুল্য।”

১১. এ মাসে ইৎতিকাত করা সুন্নাহ। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিয়মিতভাবে করতেন যেমনটি বর্ণিত হয়েছে ‘আয়েশাহ্ -রাছিয়াল্লাহু ‘আনহা-থেকে -

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى, ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ»

“আল্লাহ তাঁকে (রাসূলুল্লাহকে) ক্বাবদ (কবজ, মৃত্যু দান) না দেওয়া পর্যন্ত রমযানের শেষ দশ দিনে ইৎতিকাত করতেন। তাঁর পরে তাঁর স্ত্রীগণও ইৎতিকাত করেছেন।” [বুখারী (১৯২২) ও মুসলিম (১১৭২)]

১২. রমযান মাসে কুরআন অধ্যয়ন ও তা বেশি বেশি তিলাওয়াত করা খুবই তাকীদের (তাগিদের) সাথে করণীয় এক মুস্তাহাব (পছন্দনীয়) কাজ। আর কুরআন অধ্যয়ন হল একজন অপরজনকে কুরআন পড়ে শোনাতে এবং অপরজনও তাকে তা পড়ে শোনাতে। আর তা মুস্তাহাব হওয়ার দালীলঃ

«أَنَّ جَبْرِيلَ كَانَ يَلْقَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُذَكِّرُهُ الْقُرْآنَ» رواه البخاري (6)
ومسلم (2308)

“জিবরীল রমযান মাসে প্রতি রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং কুরআন অধ্যয়ন করতেন।” [বুখারী (৬) ও মুসলিম (২৩০৮)]

কুরআন ক্বিরা‘আত সাধারণভাবে মুস্তাহাব, তবে রমযানে বেশি তাকীদযোগ্য।

১৩. রমযানে সাওম পালনকারীকে ইফতার করানো মুস্তাহাব যার দালীল যাইদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী হতে বর্ণিত হাদীস যাতে তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ, غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا»

“যে কোন সাওম পালনকারীকে ইফত্বার করায়, তার (যে ইফত্বার করালো) তাঁর (সাওম পালনকারীর) সমান সাওয়াব হবে, অথচ সেই সাওম পালনকারীর সাওয়াব কোন অংশে কমে না”।

[আত-তিরমিযী(৮০৭), ইবনু মাজাহ (১৭৪৬) এবং আল-আলবানী ‘সহীহ আত তিরমিযী’(৬৪৭) তে একে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন]

দেখুন প্রশ্ন নং (12598)

এবং আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ফুটনোট

[1] বিঃদ্রঃ সূরা (৬) আল-আন‘আমের ১৬০ নং আয়াত অনুসারে কোন মু‘মিন কোনো ভাল কাজ করলে আল্লাহ তা‘আলা তাকে দশ গুণ সাওয়াব দেন। সুবহানাল্লাহ ! তাই রমযান মাসে ৩০ দিন সাওম পালনের অর্থ এই দাঁড়ায় (৩০×১০)=৩০০ দিন অর্থাৎ দশ মাস সিয়াম পালন করা; আর (শাউওয়াল মাসের) ছয় দিন সাওম পালন করার অর্থ দাঁড়ায় (৬×১০)=৬০ দিন অর্থাৎ দুই মাস সিয়াম পালন করা। সুতরাং রমযান ও এর পরবর্তী শাউওয়ালের ছয় দিন সাওম পালন করা (১০ মাস+২ মাস) = ১২ মাস অর্থাৎ গোটা বছরের সমতুল্য! “আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিয়ক্ক দান করেন”। (২৪ আন-নূর: ৩৮)] (অনুবাদকের পক্ষ থেকে সংযোজিত।)

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=1774>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন